[sobder utsob by sajal bandyopadhyay
utsob orthath milon. deen japoner alo aadhari, songo ni-songota, sojoney-bijoney thaka, boichitro-aboichitro niye thaka...]

শব্দের উৎসব

উৎসব অর্থাৎ মিলন। দিন যাপনের আলো আঁধারি, সঙ্গ নিসঙ্গতা, সজনে-বিজনে থাকা, বৈচিত্র-অবৈচিত্র নিয়ে থাকা, স্বাদ-বিস্বাদ-এর আস্বাদন-সুখের জন্যই মিলন-উৎসব।

গত ৪০/৪২ বছর ধরে কবিতা লেখার কঠিন অনুশীলন করতে করতে নানা ধারণায়, নানা তত্ত্বে আলোড়িত হয়েছি। কিছু বুঝেছি, অনেক কিছু বুঝি নি। কিন্তু একটা একটা সংস্কার ক্রমেই বদ্ধমূল হয়েছে – কবিতায় শব্দেরই নিরঙ্কুশ আধিপত্য। কবিতার ইতিহাস – আঙ্গিকেরই ইতিহাস।

মনে হয়েছে এবং আরো গভীরভাবে মনে হচ্ছে – কোনটা কবিতা বা কোনটা কবিতা নয় তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়ই। কিন্তু কবিতা যে শেষ পর্যন্ত একান্ত ব্যক্তিগত বোধ বা জৈবনিক অভিজ্ঞতা এবং তার শব্দময় প্রকাশের এক অনির্বচনীয় রসায়নের ফসল, সে ব্যাপারে আমার কোন দ্বিমত নেই।

কবিতা নানা ধরণের হতে পারে, কবিতার ব্যাপারে নানা কবির নানা ধারণা হতেই পারে। কিন্তু কবিতা যে শব্দের সাহায্যে লেখা হয়ে থাকে এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। কবির স্বতন্ত্র কন্ঠস্বর, নিজস্ব ঘরানা, নিজের জগৎ নির্মাণ যে নিজস্ব ভঙ্গী নির্ভর – এতো সর্বৈব সত্য। নিজস্ব বোধ সঞ্জাত শব্দ প্রয়োগে, ধ্বনি বোধ, সমাজবোধ, যোগাযোগ প্রক্রিয়ার অনির্বচনীয় রসায়নে কবিতা কবিতা হয়ে ওঠে। কবিও পাঠকের সঙ্গসেতু হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত শব্দের সেতু ধরেই কবি পাঠককে সঙ্গী হিসাবে পায় এবং পাঠকও কবিকে সঙ্গী করে নেয়। কবিতার ইতিহাস বা চলমানতা শেষ পর্যন্ত আঙ্গিকের ইতিহাস হয়ে পড়ে। কবি ও পাঠকের সম্মিলনে কবিতাও তেমনি উৎসব – শব্দের উৎসব।

এ নিয়ে এ পর্যন্ত কম কথা কম কবি, কম তাত্বিকজন বলেননি। অনাগতকালে কম জন বলবেন না। তবুও আরো নানাভাবে বলা হতে থাকবে। কিন্তু কিভাবে কবিতা লেখা হবে। কিভাবে এই শব্দের উৎসব চলতে থাকবে, তা বলা বোধহয় শেষ হবে না, শেষ কথাও বলি বলি করেও বলা হবে না। আমি বিশ্বাস করি যতদিন কবি থাকবে ততদিন পাঠক থাকবে। প্রথম পাঠক কবি। শেষ পাঠক কবি এবং দুয়ের সেতু বন্ধনকারী মধ্যবর্তী তৃতীয় পাঠক এবং শেষ পর্যন্ত কবি ও পাঠককে নিয়ে শব্দের উৎসব-যাপন।

- সজল বন্দ্যোপাধ্যায়
(জানুয়ারী ২০০৫, কবিতা ক্যাম্পাস পত্রিকায় প্রকাশিত)